ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’

শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ এর তথ্য মতে ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৪ লাখ ৩২ হাজার ২৫০ একর এলাকার বৃক্ষ আচ্ছাদন হ্রাস পেয়েছে যা মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার প্রায় ৯ শতাংশ। বনের জমিতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন ও স্থাপনা নির্মাণের ফলে বন সংকোচন অব্যাহত রয়েছে। বন উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার পেছনে বনকেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ভূমিকাই প্রধান কারণ। দেশের বন ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব বন অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। তবে প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি, বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং বন নীতিমালা, মহাপরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার কৌশল থাকা সত্ত্বেও বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে। বন রক্ষায় বন অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার দিকসমূহ সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত একটি গবেষণায় (২০০৮) অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বন ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে টিআইবির নিয়মিত গবেষণার অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- বন অধিদপ্তরের আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা;
- বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
- বন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

বর্তমান গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ও সুশাসিত বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে এই গবেষণায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত), গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকর্মীদের কাছ থেকে মোট ১৩০টি মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বনায়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ছয়টি দলগত আলোচনা করা হয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়সহ ৬০টি কার্যালয়কে গবেষণায় সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশের চার ধরনের বনাঞ্চলই এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান বন আইন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিভিন্ন নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: বর্তমান গবেষণাটিতে জানুয়ারি ২০১৯ হতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণায় সুশাসনের কোন কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর: বিভিন্ন গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত সুশাসনের ৬টি নির্দেশকের আলোকে এই গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সুশাসনের এই ৬টি নির্দেশক হলো সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সুরক্ষা এবং দুর্নীতি অনিয়ম। সক্ষমতা শীর্ষক সুশাসনের নির্দেশকের আওতায় উপ-নির্দেশক হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন বিধিমালা পর্যালোচনা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাসমূহ উপ-নির্দেশক প্রাতিষ্ঠানিক এর আওতায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক স্বচ্ছতার অধীনে তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। জবাবদিহিতার আওতায় তদারকি, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণের এর অধীনে বন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বনজীবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সুশাসনের নির্দেশক সুরক্ষার আওতায় বনভূমি সুরক্ষা ও জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুর্নীতি অনিয়ম এর অধীনে বন অধিদপ্তরের দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রার তথ্যসমুহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন স্তর ও পর্যায়সহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই (ট্রায়াঙ্গুলেশন) করা হয়েছে। এছাড়া তথ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি এবং সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক তথ্যের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, গবেষণা দলকে প্রদত্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো–

- বন আইনের প্রয়োজনীয় বিধিমালা, সম্পূরক আইন ও কর্মপরিকল্পনার অনুপস্থিতিসহ ৯৩ বছরের পুরোনো আইনটি আমূল সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযুগী করার উদ্যোগ অনুপস্থিত;
- সরকারি বনভূমি অবৈধ দখল, সংরক্ষিত বনের পাশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ, বনভূমির জমি বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ বনের স্থায়ী ক্ষতিরোধে বন অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা;
- বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকারহরণ, বন আইন লঙ্ঘন করে ও একতরফাভাবে সংরক্ষিত বন, বনপ্রাণীর অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ঘোষণাসহ জবরদখল উচ্ছেদের নামে অধিদপ্তরের বৈষম্যমূলকভাবে ক্ষমতা চর্চা;
- অধিদপ্তর কর্তৃক সনাতন পদ্ধতিতে বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব ও আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণসহ সামাজিক বনায়নের আড়ালে 'আগ্রাসী' প্রজাতির গাছের বনায়ন দ্বারা প্রাকৃতিক বন উজাড় ত্বরান্বিত;
- বন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি, আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারিত না হওয়া এবং এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিতি;
- অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডসহ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য অর্জন, বন সংরক্ষণ ও বনায়ন কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিস্তার এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি; এবং
- সকল স্তরের কর্মকাণ্ড কার্যকর তদারকি ও পরিবীক্ষণের ঘাটতিসহ পারফরমেন্স অডিট অনুপস্থিত; দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকরণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে টিআইবি ১৫ দফা সুপারিশমালা প্রস্তাব করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. রাষ্ট্রীয় অতীব জরুরি প্রয়োজনে বনভূমি ব্যবহার ও ডি-রিজার্ভের পূর্বে বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ, ত্রুটিমুক্ত ইআইএ সম্পন্নকরণ ও সমপরিমাণ ভূমিতে প্রতিবেশবান্ধব বনায়নে 'কমপেনসেটরি এফরেস্টেশনের বিধি' প্রণয়ন করা;
২. বন আইনের আমূল সংস্কার করে যুগোপযুগী করতে হবে। আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণসহ জনঅংশগ্রহণমূলক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারণ করা;
৩. বনখাত হতে রাজস্ব সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; প্রাকৃতিক বনের বাণিজ্যিকায়ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা;
৪. ইতোমধ্যে অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বনের জমিতে সৃজিত সামাজিক বনের গাছ না কেটে মেয়াদ উত্তীর্ণ বনসমূহের উপকারভোগীদের মুনাফা প্রদানসহ উক্ত বন প্রাকৃতিক বনে রূপান্তরের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বন ও বৃক্ষশূন্য জমিতে, যেমন- নতুন চর ও সড়ক-মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিবেশ ও প্রতিবেশ-বান্ধব বনসৃজন করা;
৬. বন ব্যবস্থাপনায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও কার্যকর ব্যবহার করতে হবে; অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়ে অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজানো;
৭. বনকর্মীদের মাঠ পর্যায়ে সার্কেল ও বিভাগভিত্তিক বাধ্যতামূলক ও পালাক্রমিক বদলির বিধান প্রবর্তন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখা;
৮. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে সকল পর্যায়ের বন কার্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, কারিগরি ও লজিস্টিকস সুবিধা নিশ্চিত করা;
৯. মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যালয়সমূহে অর্থ বণ্টন ও লেনদেন অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং-ভিত্তিক করতে হবে; বিট ও অধস্তন কর্মীদের বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রেরণের ব্যবস্থা করা;
১০. সিএস রেকর্ডকে ভিত্তি ধরে সরকারি বনের সীমানা চিহ্নিত করতে হবে; এখন পর্যন্ত কী পরিমাণ বনভূমি জবরদখল হয়েছে তার ওপর বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও তা উদ্ধারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
১১. বন সংরক্ষণ কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে; ডিএফও ও বন সংরক্ষককে অধিনস্ত কার্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা করা;
১২. বন অধিদপ্তরের বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম নিরীক্ষায় পারফরমেন্স অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এর কার্যকর চর্চা নিশ্চিত করা;
১৩. ওয়েবসাইটকে আরো তথ্যবহুল (যেমন- পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন সংস্থাকে বরাদ্দকৃত ও জবরদখল হওয়া ভূমির পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য, ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ইত্যাদি) ও নিয়মিত হালনাগাদ করা;
১৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন, বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করা; এবং
১৫. বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে শাস্তি প্রদানের নজির স্থাপন করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসহ অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

*****